দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 DEC 1996
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

বাকসু ঃ শেষ মুহূর্তের প্রচারণায় ব্যস্ত সবাই

॥ নীলরতন সরকার ॥

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ বাকসু ও ৯টি হল সংসদের নির্বাচন উপলক্ষে প্রার্থীরা শেষ মুহূর্তে প্রচার ও জনসংযোগ চালাচ্ছেন।

ক্যাম্পাস ভরে গেছে পোস্টার ও দেয়াল লিখনে। গভীর-রাত পর্যন্ত প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছেন তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা।

১৯৯৭-৯৮ বর্ষে বাকসু ও ৯টি হল সংসদের ১৫২টি পদে মোট প্রার্থীর সংখ্যা ২৪৮। বাকসুর ১৭টি পদে নির্বাচন করছেন ৩৬ জন প্রার্থী। প্রতিটি হল সংসদের ১৫টি পদের জন্য নির্বাচন করছেন যথাক্রমে ঈশা খাঁ হলে ২৯ জন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলে ২৭ জন। ফজলুল হক হলে ২৬ জন। শহীদ নাজমুল আহসান হলে ৩৩ জন। শহীদ শামসুল ক হলে ১৮ জন, শাহজালাল হলে ১৯ জন, সুলতানা রাজিয়া হলে ২০ জন, আশরাফুল হক হলে ২২ জন এবং শহীদ জামাল হোসেন হলে ১৮ জন। নির্বাচন হবে ১৭ই ডিসেম্বর।

মনোনয়নপত্র জমাদানের পর প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেছেন ১৪ জন। বৈধ প্রার্থী তালিকায় নাম প্রকাশের পর প্রার্থীপদ বাতিল হয়েছে ভিপি প্রার্থী আবু সাইদ মোঃ কামাল বাচ্চুর। তাছাড়া প্রত্যাহারকারীরা সকলেই ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মী। ছাত্রলীগ মনোনীত মূল প্যানেলের বহির্ভূত স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে এই ১৪ জন তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। বাকসু ও হল নির্বাচনে মোট ভোটারসংখ্যা ৪ হাজার ২শ' ৫৩।

নির্বাচনে বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি মনোনীত ভিপি, জিএস ও যুগ্ম সম্পাদকের মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়ায় বাকি প্রার্থীদের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে ছাত্র সমিতি।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকায় বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে নির্বাচন বর্জন করেছে।

ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না। বিএনপি ও জামাতপন্থী শিক্ষকদের সংগঠনের পক্ষে সভাপতি ডঃ খন্দকার সিরাজুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাহাফুজুর রহমানের নামে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিলিকৃত এক লিফলেট (?)-এর মাধ্যমে বলা হয়েছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং অপর একটি সংগঠনকে (ইসলামী ছাত্র শিবির) বাইরে রেখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের নামে প্রহসন করছে।

১৯৯৪ সাল থেকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য জামাত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করে।

শেষ পর্যন্ত বাকসু নির্বাচনে অংশ-গ্রহণকারী প্রার্থীরা হলেন ঃ ভিপি প্রার্থী মোঃ আবদুস সালাম (ছাত্রলীগ) ও মোঃ সাজ্জাদ হোসেন (ছাত্র ইউনিয়ন), সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী আরিফ জাহাঙ্গীর (ছাত্রলীগ), মোঃ আবদুর রহমান (ছাত্র ইউনিয়ন); যুগ্ম-সম্পাদক প্রার্থী সৈয়দ মাসাদুল হাসান আকিক (ছাত্রলীগ), প্রীতম কুমার দাস (ছাত্র ইউনিয়ন); ক্রীড়া সম্পাদক প্রার্থী এনামুল কবীর (ছাত্র ইউনিয়ন), মোঃ আনিসুজ্জামান সোহেল (ছাত্রলীগ); সহ-ক্রীড়া সম্পাদক প্রার্থী মোহাম্মদ শরিফুর রহমান (ছাত্রলীগ), সুমন বড়ুয়া (ছাত্র ইউনিয়ন); বার্ষিকী সম্পাদক প্রার্থী মোঃ আমিনউল্যা বকুল (ছাত্র ইউনিয়ন), মোঃ তরিকুল আলম ফকির বুলবুল (ছাত্রলীগ); সাহিত্য সম্পাদক প্রার্থী মোঃ রফিকুল ইসলাম (ছাত্রলীগ); জীতেন্দ্র নাথ অধিকারী (ছাত্র ইউনিয়ন); সাংস্কৃতিক সম্পাদক প্রার্থী হিমালয় সাহা (ছাত্রলীগ); মোঃ হেলাল উদ্দিন (ছাত্র ইউনিয়ন)- এই পদে অপর প্রার্থী এএইচএম মোকাম্মাল রুবেল নিজেকে মুজিব সৈনিক দাবি করে ক্যাম্পাসে পোস্টারিং করেছে; মিলনায়তন সম্পাদক প্রার্থী মোঃ সারোয়ার জামান রুবেল (ছাত্র ইউনিয়ন) ও মোঃ খায়রুল আলম নান্নু (ছাত্রলীগ); মিলনায়তন সম্পাদিকা প্রার্থী সুলতানা রাজিয়া হল সংসদের সাবেক সদস্য সুতপা চৌধুরী পপি (ছাত্র ইউনিয়ন) ও জাকিয়া কামরুন নাহার সুমন (ছাত্রলীগ); সমাজকল্যাণ সম্পাদক প্রার্থী মোস্তফা কামাল (ছাত্রলীগ), নিরোদ বরণ জয়ধর ও রিপন কুমার পাল (ছাত্র ইউনিয়ন)।

১৯৯৫ সালের ৬ই মে অনুষ্ঠিত বাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্রমৈত্রী ও ছাত্রদল অংশ নেয়। শিবির ও ছাত্রলীগ নির্বাচন বর্জন করে।